R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd. No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৯৫৭২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭০শ বর্ষ
১৫শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৭ই ভাদ্র, বুধবার, ১৩৯০ সাল
২৪শে আগষ্ট, ১৯৮৩ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ষডাক ১৪৲

মহকুমার পাঁচ পঞ্চায়েত সমিতি সি পি এমের দখলে

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমায় শেষ পর্যন্ত সি পি এম ৫টি পঞ্চায়েত সমিতি দখল করেছেন। অবশিষ্ট ২টি পেয়েছেন ইন্দিরা কংগ্রেসীরা। দ্বিতীয় দফায় এই নির্বাচন নিয়ে সর্বত্র তীব্র উত্তেজনা থাকলেও ৬টি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতি ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে অবশ্য কোনো রকম রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ছিল না। যা কিছু জল্পনা-কল্পনা ঘিরে ছিল রঘুনাথগঞ্জ ১ পঞ্চায়েত সমিতিকে নিয়ে। ওই ব্লকে ২৮ সদস্যের মধ্যে সি পি এমের এক সদস্যের দলত্যাগে বাম-ফ্রন্ট ও কংগ্রেস সমান অবস্থায় ছিল। শেষ পর্যন্ত লটারীর মাধ্যমে সেখানে সভাপতির পদটি পান সি পি এম প্রার্থী অনিল মুখার্জি। অনিলবাবু এর আগে জামুয়ার গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল প্রধান ছিলেন। সহ-সভাপতি নির্বাচনে অবশ্য ভোটাভুটিতেই ১৪—১৩ ভোটের ব্যবধানে ফায়সালা হয়ে যায়। ওই পদে আর এস পি'র নিত্য ঘোষ জয়ী হন। জানা গেছে, ভোটাভুটিতে একজন কংগ্রেস প্রার্থী ফাঁকা ভোটপত্র জমা দেওয়ায় এ ঘটনা ঘটে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, কংগ্রেসী অন্তর্দ্বন্দের পরিণতিতেই এমনটি ঘটেছে। জানা গেছে, ওই পঞ্চায়েত সমিতিতে ১ সেপ্টেম্বর উপ-সমিতিগুলির কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচনের দিন ধার্য্য হয়েছে। সবগুলিতেই শেষ পর্যন্ত হয়ত (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

টাকা জমা দিলে পূজোর আগেই বিদ্যুৎ

বিশেষ সংবাদদাতা : 'বাড়িতে বিদ্যুৎ চেয়ে যাঁরা আবেদন করেছেন তাঁরা টাকা জমা দিলে পূজোর আগেই বিদ্যুৎ পাবেন। মিটারের অভাব কানেকসন দেওয়ার ব্যাপারে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।' এ আশ্বাস স্বয়ং রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী প্রবীর সেনগুপ্তের। বহরমপুর সার্কিট হাউসে ৫ আগষ্ট শ্রীসেনগুপ্তের কাছে একদল প্রতিনিধি জেলার বিদ্যুৎ পরিস্থিতি তুলে ধরলে বিদ্যুৎমন্ত্রী তাঁদেরকে এই আশ্বাস দেন। তিনি জানান, বাসাবাড়ির কাছে দুটি ক্ষতিগ্রস্ত হাইটেনসন টাওয়ার দু'মাসের মধ্যেই সারানো হবে এবং কাটোয়া থেকে একটি অতিরিক্ত লাইন বসিয়ে বহরমপুরে বিদ্যুৎ আনারও ব্যবস্থা হবে। এর আগে ৪ আগষ্ট বিদ্যুৎমন্ত্রী জেলা বিদ্যুৎ উপদেষ্টা কমিটির একটি বৈঠকে যোগ দেন। সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে বিদ্যুৎ বিভাগের পদস্থ অফিসাররা ছাড়া মন্ত্রী দেবব্রত ব্যানার্জীও উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে জেলায় এটিই ছিল উপদেষ্টা কমিটির প্রথম বৈঠক। বৈঠকে গোকর্ণ সাব সেন্টারের ট্রান্সমিটার ও বাসা বাড়ির হাইটেনসন স্তম্ভ দুটি দ্রুত সারানোর সিদ্ধান্ত হয়। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও তার চুরি বন্ধে পঞ্চায়েতস্তরে স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠনের ব্যাপারেও বৈঠকে আলোচনা হয়। বিদ্যুৎমন্ত্রী আবেদন-কারী সকলকে পূজোর আগেই বিদ্যুৎ দেওয়ার জন্য বিভাগীয় অফিসারদের নির্দ্দেশ দিয়ে যান।

হাসপাতালে খাবার দেখে ডাক্তার হতবাক

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে রোগীদের দেওয়া দুপুরের খাবার দেখে এক ডাক্তারবাবু হতবাক হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই ডাক্তারবাবু হঠাৎ হাসপাতালে গিয়ে দেখেন, তাঁর চিকিৎসিত রক্তশূন্য রোগী-দের খাবারের নামে যা দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত নিম্নমানের। শুধু তাই নয়, ওই খাবার রোগীর রোগ আরও বাড়িয়ে তুলবে। তিনি তৎক্ষণাৎ চেঁচামেচি শুরু করেন এবং খাবারের থালা ছুঁড়ে ফেলে দেন। এক রোগী আমাদের জানান, রোজ দুপুরবেলা ওই হাসপাতালের কিচেন থেকে নাকি খাবার বিক্রি করা হচ্ছে।

বাস-লরি মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত—২

নিজস্ব সংবাদদাতা : বৃহস্পতিবার মাঝরাতে কলকাতাগামী একটি যাত্রী বোঝাই বাসের সঙ্গে বিপরীতমুখী একটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে ২ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৩১ জন। বাসটি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার। মালদহ থেকে আসার পথে ফরাক্কায় জিগরির মোড়ের কাছে এই সংঘর্ষ ঘটে। লরিটিতেও বেশ কয়েকজন যাত্রী ছিল। আহত হন তাঁরাও। এই সংঘর্ষে নিহত দুজনের একজন বাসেরই ড্রাইভার প্রদীপ সরকার। অন্যজন অতীন্দ্রনাথ (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

৭ গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচন ২৫ সেপ্টেম্বর

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্বের কারণে মুর্শিদাবাদ জেলার যে ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩১ মে নির্বাচন হতে পারেনি সেগুলিতে ২৫ সেপ্টেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মনোনয়ন পত্র দাখিলের কাজ ইতি-মধ্যেই শেষ হয়েছে। অনুষ্ঠিতব্য ৭ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৫ টিই জঙ্গিপুর মহকুমায়। এগুলি হ'ল সেখালিপুর, তেঘরী—২, নুরপুর, সাদিকপুর এবং তিন-পাকুড়িয়া।

অভিযোগ : পুলিশ ফাঁড়ি থেকে দুর্ব্বৃত্তরা তুলে নিয়ে গিয়েছিল ভূষণকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : জনকয় পুলিশের সামনেই জঙ্গিপুর পুলিশ ফাঁড়ি থেকে একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত বৃহস্পতিবার সকালে এক ব্যক্তিকে নিজেদের ডেরায় তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে শহরময় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য এস ডি পি ও সত্যরঞ্জন দাসের হস্তক্ষেপে পরে ওই ব্যক্তিকে অনৈক ভাদু'র বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এ নিয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, আসামীদের খুঁজে না পাওয়ায় এ পর্যন্ত কাওকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। আমাদের সংবাদদাতা জঙ্গিপুর থেকে জানান, বৃহস্পতিবার সকালে একদল লোক ভূষণ ঘোষ নামে এক ব্যক্তিকে জঙ্গিপুর গাড়িঘাট থেকে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। ভূষণ কোন রকমে পালিয়ে পুলিশ ফাঁড়িতে আশ্রয় নেয় এবং উপস্থিত কয়েকজন কনষ্টেবলকে 'তাকে বাঁচানোর জন্য' আবেদন জানায়। পুলিশ সে আবেদনে সাড়া না দেওয়ায় সশস্ত্র ব্যক্তিরা ভূষণকে জোর করে নিজেদের ডেরায় তুলে নিয়ে যায়। এই সময় ভূষণ 'বাঁচাও,' 'বাঁচাও' বলে চীৎকার করলেও কেউই তার সাহায্যে এগিয়ে যায়নি। পরে এস ডি পি ও'র কাছে ফোনে খবরটি দেওয়া মাত্র পুলিশ ভূষণকে উদ্ধার করে। আমাদের সংবাদদাতা (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুর্শিদাবাদে আর ক্যাবারে নাচের অনুমতি নয়

বিশেষ সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদের কোথাও ক্যাবারে বা কুরুচিপূর্ণ ও অশালীন নৃত্য প্রদর্শিত হলে তা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে-ছেন জেলার এ ডি এম। সম্প্রতি বহরমপুরে জনৈকা মিস্ শেফালীর নৃত্যানুষ্ঠান নিয়ে কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংস্থা প্রতিবাদ জানান। তারা ওই নৃত্যানুষ্ঠান বন্ধ করার ব্যাপারে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৯০ সাল

দিনের বাণী !

জিনিসপত্রের দাম একরকম প্রতিদিনই বাড়িতেছে। স্বল্পবিত্ত মানুষের সাধ্যের সীমানা ছাড়াইয়া চলিয়াছে। মূল্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি যেন সাম্প্রতিককালের প্রতি প্রত্যুষের দিনের বাণী। হাটে-বাজারে পণ্যমূল্যে আগুন লাগিয়াছে। শুধু তাহাই নহে—সর্ব্বস্তরে তাহার বিস্তার ঘটিয়াই চলিয়াছে। সাধারণ মানুষের বাঁচার লড়াই-এ একপ্রকার পর্যুদস্ত হইয়া পড়িয়াছে। স্পর্ধিত মূল্যের তীব্র প্রতিযোগিতায় জনজীবন এক প্রকার বিধ্বস্ত। সাধারণ মানুষের কাছে প্রাণধারণ এক প্রকার গ্লানি বলিয়াই অনুভূত হইতেছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এখন মৃত্যু যাত্রার সামিল হইয়া পড়িয়াছে। বাঁচিয়া থাকার অর্থ এখন জীবিত থাকা নয়—জীবন্মৃত হইয়া বাঁচিয়া থাকা। মানুষ আজ সদা উৎকণ্ঠিত, চকিতকর্ণ। ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের বক্ষের পঞ্জর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিতে চে নাভিশ্বাস।

কথা উঠিবে—পণ্য মূল্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তো চাকরিজীবিগণের এবং পেনসন ভোগীদের ভাতা বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু একটির পর একটি ভাতা বৃদ্ধি করিয়াই কি মূল্য বৃদ্ধির সমস্যার সমাধান হইবে? ইহারা উভয়েই সমান্তরাল রেখায় ধাবিত হইবে। কেহই কাহাকেও প্রতিহত করিতে পারিবে না অথবা একটি বৃদ্ধির দাবা অপরটির বৃদ্ধির প্রবণতাকে রোধ করা যাইবে না। বিপরীত মুখী দুই মেরুর একটা 'টাগ অফ ওয়ার' চলিতে থাকিবে। কাজের কাজ কিছুই হইবে না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে—দেশের সমস্ত মানুষ চাকরিজীবী নহেন। যাহারা সাধারণ নিম্নবিত্ত, যাহাদের উদয়াস্ত পরিশ্রমলব্ধ অর্থ নিতান্তই অল্প—ভাবিয়া দেখিতে হইবে তাহাদের ছাপোষা জীবনের ট্র্যাজেডী কত গভীর। যাহাদের সংসারে লবণ আনিতে গেলে পান্তা ফুরায়—অগ্নিমূল্যের বাজারে তাহাদের অবস্থাটা কিরূপ ভয়াবহ এবং দুর্বিষহ তাহা সহজেই অনুমেয়। উত্তরোত্তর দর বৃদ্ধি করিয়া মানুষের দুর্ভাগ্যকে এমন করিয়া বাড়াইয়া তুলিতেছে কাহারা? কাহাদের জন্য দিনের পর দিন মানুষের এই অবর্ণনীয় দুর্গতি! ইহারা কি মানুষ জাতি? যদি মানুষই হয়—তবে বলিতে হইবে ইহারা প্রকৃতিতে দানব এবং প্রবৃত্তিতে পশু। ইহারা রক্তলোলুপ পশুর মতো সামাজিক মানুষের রক্ত শোষণকারী—শ্রেষ্ঠীর দল। ছোট বড় যে যেমন শক্তিমান, সে সেইভাবে চরিতার্থ করিয়া চলিয়াছে—তাহাদের উদগ্র লালসাকে। ইহাদের কোন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস নাই, দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কোন বেদনাবোধ নাই। অর্থ বৃদ্ধির অন্ধ নেশায় ইহারা এমনই উন্মত্ত যে, সাধারণ মানুষকে ভেজাল খাদ্য চড়া মূল্যে খাওয়াইতে বিন্দুমাত্র বিবেকের দংশন অনুভব করে না। অতীতে ইহাদের কৃতকর্মের জন্য ল্যাম্পপোষ্টে ঝুলাইয়া সমুচিত শাস্তি বিধানের কথা ঘোষিত হইয়াছিল! কিন্তু বর্তমানে কার্যক্ষেত্রে তাহা আর হয় না। সরকার যখনই অসৎ ব্যবসায়িগণের বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছাড়েন, তাহারা তখনই কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়া সরকারকে পর্যুদস্ত করিয়া ফেলে। মূল্য বৃদ্ধির লাগাম টানিতে সাধারণ মানুষকে হিমসিম খাইতে হয়। জনজীবন বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। দলীয় সরকার গদি হারাইবার ভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া পিছু হঠেন। দেখিয়া মনে হয় যেন পণ্যের কারবারিগণই দেশ চালাইতেছেন। সরকার তাঁহাদের লেজুড় মাত্র।

কাজেই যতদিন এই লেজুড় বৃত্তির অবসান না ঘটিবে, ততদিন জিনিসপত্রের দাম কমিবে না। বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটিবে। এবং যেমন খুশি বাড়িবে। ইহা দিনের বাণী ত বটেই, উপরন্তু দীনেরও বাণী! প্রতিদিনের বাণী!

কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক সমিতির জেলা সম্মেলন

বহরমপুর, ১৫ আগষ্ট—গতকাল এবং আজ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক (কে পি এস) সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার দ্বিতীয় সম্মেলন হয়ে গেল বহরমপুর কালেক্টরেট ক্লাবে। গতকাল প্রতিনিধি সম্মেলনে শঙ্কর হালদারকে সভাপতি এবং স্বপন সরকারকে সম্পাদক মনোনীত করে জেলা কমিটির কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়। প্রকাশ্য সম্মেলনে ৫৩ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। পৌরোহিত্য করেন মোসলেম আলি। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন রাজ্য কমিটির সভাপতি শম্ভুনাথ মুখার্জি। সম্মেলনে কে পি এসদের সুবিধাজনক স্থানে বদলি, ট্রেনিং ষ্টাইপেণ্ড বৃদ্ধি, টেকনিক্যাল স্বীকৃতি, নির্দিষ্ট ভ্রমণ ভাতা বৃদ্ধি ইত্যাদি দাবি গৃহীত হয়। দাবি-দাওয়া আদায়ে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে কেন্দ্রীয় কমিটির তরফ থেকে জানানো হয়।

'শৃণ্বন্তু···।'

মানিক চট্টোপাধ্যায়

দার্শনিক রমা রোঁলা রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের সঙ্গে যীশু খৃষ্টের আবির্ভাবের তুলনা করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন—বিশ্বের ইতিহাসে এবং বিবর্তনবাদের শেষ স্তরে এই দুই মহামানব অমর হয়ে থাকবেন।

রবীন্দ্রনাথ যে যুগে পৃথিবীকে হিংসায় উন্মত্ত বলেছিলেন—আজও সেই যুগের পরিবর্তন হয়নি। এখনও আমরা পাশব প্রবৃত্তিগুলি থেকে মুক্ত হতে পারি নি। চারিদিকে হানাহানি। সংঘর্ষ। বিশ্বের মাটিতে নাগিনীদের বিষাক্ত নিঃশ্বাস। এই আগষ্ট মাসে ঋষি কবির মহাপ্রয়াণ দিবস। এই আগষ্টেই ঘটেছিল সেই সর্বনাশা মারণ যজ্ঞ। হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমার ভয়াবহ বিস্ফারণ। যুদ্ধের বিভীষিকা, সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি আজও অনেককে আতঙ্কিত করে তোলে। ধ্বংস ও সংহারে আজ বিশ্ববাসী শঙ্কিত। হিরোসিমা আর নয়। অমৃতের পুত্র মানুষের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হল বিধ্বংসী পরমাণু যুদ্ধের বিপদ থেকে বিশ্বকে রক্ষা করা। মানবজাতিকে বাঁচানো। তবুও আমরা যেন ক্রমশ ধ্বংস, হত্যার শিকার হয়ে পড়েছি। আজও পৃথিবী হিংসায় উন্মত্ত। বর্ণের অহঙ্কার, বৈভব ও শক্তির অহঙ্কারে মানুষ আজ মত্ত হয়ে উঠেছে। যেখানে আজ বিশ্ব জুড়ে মানুষের শ্লোগান—'যুদ্ধ নয়—শান্তি চাই' সেখানে সিংহলে চলেছে অবাধ গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, অবাধ লুণ্ঠন। এ কথা কি ভাবা যায় যে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের অহিংসা, প্রেম ও মিত্রীর বাণী প্রচারিত হয়েছিল সেই সিংহলের মাটি আজ রক্তে লাল। সমুদ্রের গর্জন স্তব্ধ হয়ে গেছে উগ্রপন্থীদের পাশবিক উল্লাসে। আগুনের লেলিহান শিখায় ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের জল আজ লাল। উগ্রপন্থী সিংহলীরা মেতেছে আজ তামিল নিধন যজ্ঞে। সারা বিশ্ব আজ ধিক্কার জানাচ্ছে এই গণহত্যাকে।

মানুষ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কালে ভুল করেছে। স্বার্থান্ধ মানুষ সক্রেটিস্‌কে হেমলকের বিষপান করিয়ে হত্যা করেছে। যীশুখৃষ্টকে ক্রুশ বিদ্ধ করেছে। ডাইনী আখ্যা দিয়ে জোয়ান অব আর্ককে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে। তবুও পরিণামে মানুষের মধ্যে শুভবুদ্ধি জেগেছে। অনুশোচনার আগুনে মানুষ চিত্তশুদ্ধি করেছে। আশা করি সিংহলেও এর ব্যতিক্রম হবে না।

আজ ৩৭তম স্বাধীনতা দিবসে আমরা দেখছি সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এক রাজনৈতিক অস্থিরতা। সারা দেশে অর্থ-নৈতিক বৈষম্য। সামাজিক বিশৃঙ্খলা। বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জাতীয় সংহতিতে আঘাত হানছে। তাবড় তাবড় নেতারা বক্তৃতায় সবুজ বিপ্লবের বন্যা ঘটালেও কার্যত ভারতবর্ষের মাটিতে এখনও সবুজ বিপ্লব ঘটেনি। সংবিধান ছাপার অক্ষরে যেন বন্দী। এর উপর চলেছে তাতে অস্ত্রোপচার। এ সংবিধান বিত্তবানদের জন্য; ভারতবর্ষের অগণিত শোষিত-নিপীড়িত মানুষদের জন্য নয়। তবুও স্বাধীনতা দিবসে আমাদের নূতন করে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। দেশ ও দশের স্বার্থে আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন আছে।

বাইশে শ্রাবণের ঋষি কবি পৃথিবীর মধুময় ধূলিতে দুটি নয়নমেলে জীবনভর অপরূপকে দেখে গেছেন। উপলব্ধি করেছিলেন: 'এ দ্যুলোক মধুময় পৃথিবীর ধুলি।' মানুষকে তিনি ভালোবেসেছিলেন। আবার এই শ্রাবণেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আর এক পুরোহিত সাগ্নিক ঋষি দেখেছিলেন প্রথম সূর্যের আলো। অমৃতের পুত্রদের তিনি বলেছিলেন: 'যারা অকপট নয় তাদের মায়ের সাহায্যে কোন লাভ হয় না, কারণ নিজেরাই তাকে ফিরিয়ে দেয়। যদি তারা না বদলায় তাহলে তাদের নিম্ন ও স্থূল প্রকৃতিতে অতিমানসের আলো এবং সত্য অবতরণের প্রত্যাশা করতেই পারে না, নিজেদের তৈরী পঙ্কের মধ্যেই আবদ্ধ থেকে যায়। বিপদ হলে নিজের মধ্যে শান্ত থেকে মায়ের শক্তিকে ডাকবে, বিপদ দূর করবার জন্য। নালিশ বা প্রশ্নাদি করে কোন লাভ নাই। নীরবে থাকো, হতাশা বা লোভকে বাদ দিয়ে। মায়ের শক্তিকে গ্রহণ করে তাকে কাজ করতে দিয়ে, বাধাবিঘ্নকে প্রত্যাখ্যান করে, নিজের দোষ ত্রুটির দিকে না চেয়ে বিলম্বে অস্থির না হয়ে।'

আজ যদি আমরা এঁদের নির্দেশিত পথে পথ চলার চেষ্টা করি, বিশ্বে মারণযজ্ঞ বন্ধ করে অহিংসা-প্রেম ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হই, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করি তবেই মানবতার পূজারীদের উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হবে।

TENDER NOTICE

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD.

(A Government of India Enterprise)

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractors of NTPC/CPWD/RAILWAY/ WBSEB, Government and public sector undertakings for the following works. Tender documents can be had in person on showing the registration and credentials from the Office of the undersigned during working hours of date mentioned for sale of documents on payment of cost of tender paper for each work. Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20/- (Rupees twenty) only extra for each work either by I. P. O. payable at post office, Khejuriaghat or demand draft in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd.', payable on State Bank of India at Farakka along with a copy of proof of registration and credentials.

The tender documents will be on sale from 22. 8. 83 to 10. 9. 83 from 9-00 hrs. to 12-00 hrs. and 14-30 hrs to 16-00 hrs. Tenders will be received upto the tender opening date & time as indicated below and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

Sl. No	Name of work	Estimated cost/ Completion period (in lakhs)	E. M. D/ Cost of paper (in Rs.)	Date & time of opening
1.	Water supply distribution system (External work) at C.I.S.F. permanent accomodation at Ty. township of FSTPP. NIT No.—FS : 42 : CS : 507/T-54/83.	2·45 2 months	4,900/100	12. 9. 83 at 11 A. M.
2.	Construction of 1 no. 100 KL. capacity Over-head tank at permanent accommodation at C.I.S.F. complex at ty. township of FSTPP. NIT No. FS : 42 : CS : 508/T-55/83.	1·80 6 months	3,600/100	12. 9. 83 at 11 A. M.
3.	Sinking of 2 (two) nos. tubewells at C.I.S.F. permanent accommodation near ty. township of FSTPP. NIT No. FS : 42 : CS : 509/T-56/83.	2·20 1 month	4,400/100	13. 9. 83 at 11 A. M.
4.	Sinking of 4 nos. deep tubewell at permanent township of FSTPP. NIT No. FS : 42 : CS : 243/T-57/83.	4·00 1 month	8,000/100	13. 9. 83 at 11 A. M.
5.	Design, Supply, Installation & commissioning for 6 nos. of Submersible pumps at permanent township of FSTPP. NIT No.—FS : 42 : CS : 245/T-58/83.	2·65 1 month	5,300/100	12. 9. 83 at 11 A. M.
6.	Annual sanitation contract for ty. township, permanent township, plant site & Field Hostel complex of FSTPP. NIT No. FS : 42 : CS : 10·2/T-59/83.	2·00 12 months	4,000/50	14. 9. 83 at 11 A. M.
7.	Supplying, installation & commissioning of 3 nos. drinking water treatment plant (Each of capacity 35,000 gallon) at permanent township of FSTPP. NIT No. FS : 42 : CS : 242/T-60/83.	Nil 9 months	2% of the quoted value/100	14. 9. 83 at 11 A. M.

TERMS AND CONDITIONS

1. Proof of registration, latest tax clearance certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted alongwith the tenders.
2. Interested parties are advised to visit the site to familiarise with the site conditions.
3. Tenders received late and/or without Earnest money will not be entertained. Adjustment of Earnest Money against Running Account Bill is not acceptable and Earnest Money to be submitted in any of the acceptable forms as mentioned in the tender paper. Tenderers Registered with any other project of N. T. P. C. are not exempted from depositing EMD. All the tenders must be accompanied by requisite Earnest money in prescribed form 'Earnest Money of.....enclosed should be clearly be written on the top of the Envelope containing tender paper failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s).

Dy. Manager (Contracts)
Farakka Super Thermal Power Project.
P.O. Nabarun
Dt. Murshidabad : West Bengal
Pin—742212

সি পি এমের দখলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লটারী করেই নির্বাচন হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে নানা জটিলতা রাজনীতিতে ও অস্থিরতার সৃষ্টি করবে। রঘুনাথগঞ্জ—২ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি নির্বাচনের সময় সি পি এমের এক সদস্য কং প্রার্থীকে ভোট দিলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এদিকে জেলায় পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের সামগ্রিক চিত্রে দেখা যায়, ২৪৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৮টিতে বোর্ড গঠন এখনও স্থগিত রয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী, ১০৫টিতে সি পি এম, ২৮টিতে আর এস পি এবং ৯৪টিতে কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছেন। অন্য ১০টির মধ্যে ৩টি এস ইউ সি, ১টি ফঃ ব্লক, ১টি বি জে পি এবং ৫টি নির্দলীয়রা দখল করেছেন। জেলার ৪টি মহকুমার মধ্যে কংগ্রেস বহরমপুরে এবং সি পি এম জঙ্গিপুরে ভাল ফল করেছে। পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচনের জেলাওয়ারী ফলে দেখা যায় সি পি এম ১৭ এবং কংগ্রেস ৮টিতে ক্ষমতাসীন হয়েছেন। হরিহরপাড়া ব্লকে নির্বাচন বন্ধ রাখা হয়েছে আইনঘটিত কারণে। জেলা পরিষদ গঠনের দিন ধার্য্য হয়েছে ২৮ আগষ্ট। ওই নির্বাচনে সভাপতি, এম এল এ এবং এম পিরা অংশ নিতে পারবেন। তবে জেলার দুই মন্ত্রী ভোটাভুটিতে অংশ নিতে পারবেন না। নীচে জঙ্গিপুর মহকুমায় নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতির ৭ সভাপতির নাম তুলে দেওয়া হ'ল :

রঘুনাথগঞ্জ-১ অনিল মুখার্জি, সি পি এম
রঘুনাথগঞ্জ-২ আমজাদ সেখ, কং
সাগরদীঘি কানাইলাল চক্রবর্তী, সি পি এম
সুতী-১ বদরুজ্জোমান মিঞা, কং
সুতী-২ নিজামুদ্দিন সেখ, সি পি এম
সামসেরগঞ্জ হবিবুর রহমান, সি পি এম
ফরাক্কা মহঃ তারিকুল ইসলাম, সি পি এম

পুলিশ ফাঁড়ি থেকে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানাচ্ছেন, গোপন পাচারের খবর পুলিশকে জানিয়েছে—এই সন্দেহেই দুর্বৃত্তরা ভূষণকে তুলে নিয়ে যায়। এবং অনেকেরই অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট পুলিশ ফাঁড়িতে বেশ মোটা অংকের টাকা ঢেলে দুর্বৃত্তরা নাকি পুলিশকে নিষ্ক্রীয় করে রাখে। রঘুনাথগঞ্জ থানা সূত্রে বলা হয়, এই ঘটনা দু'দল চোরাচালানকারীর মধ্যেকার বিরোধের পরিণতি। পুলিশের আশা 'ঘটনাটি শেষ পর্যন্ত আপোষে মিটে যাবে'।

বাস-লরি মুখোমুখি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যানারজি। মালদহে শ্বশুরবাড়ি থেকে তিনি ওই অভিশপ্ত বাসে কলকাতায় ফিরছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, লরিটিকে আটক করা হয়েছে। এবং আহতদের মালদহ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে শাশ্বতী ব্যানারজি (৩৫) নামে এক মহিলার অবস্থা আশঙ্কাজনক। কি করে এই সংঘর্ষ ঘটল তা জানা যায়নি। তবে পুলিশ জানায়, ব্রেক কাজ না করার জন্যই বাসটি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলায় সংঘর্ষ ঘটে। হোমগার্ড এ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা গেছে, এই দুর্ঘটনায় হকসেদ আলি নামে এক হোমগার্ড গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁকে বহরমপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হকসেদ ওই সরকারী বাসে সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে ডিউটিতে ছিল।

নাচের অনুমতি নয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একটি বিবৃতিও প্রচার করেন। ওই বিবৃতিতে বলা হয়, কথকনৃত্যের নাম করে অনুষ্ঠান করলেও বাস্তবে তা ক্যাবারে পর্যায়ের নৃত্যানুষ্ঠান হয়ে দাঁড়ায়। এই ভাবে শহরের সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও ঐতিহ্যকে নষ্ট করার হীন চক্রান্তকে ধ্বংস করতে ওই নোংরা অনুষ্ঠান বর্জনের ডাক দেন বহরমপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এ ব্যাপারে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ চাইলে 'এ ডি এম জেলার কোথাও কোনো রকম অশালীন নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যাপারে ভবিষ্যতে অনুমতি না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন' এক প্রতিনিধি দলকে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এ সব দেখে শুনে সংশ্লিষ্ট মহিলা শিল্পী অনুষ্ঠানে গড়হাজির থাকায় বড় ধরনের কিছু ঘটনা ঘটেনি।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

১৫ আগষ্ট স্মরণে

১৫ আগষ্ট জঙ্গিপুর সাব-জেল রিক্রিয়েশন ক্লাবের পরিচালনায় এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে জঙ্গিপুরের এস ডি ও, পি এস ক্যাথিরেশন ও এস ডি পি ও সত্যরঞ্জন দাস, সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাব-জেলার অমল চক্রবর্তী। এই ধরনের পরিচ্ছন্ন অনুষ্ঠান দর্শকদের আনন্দ দেয়।

ঐদিন বঙ্কেশ রায় স্মৃতি শীল্ডের এক দিনের ছোটদের ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় স্থানীয় বিবেকানন্দ ক্লাব কানুপুর ক্লাবকে ১—০ গোলে পরাজিত করে। উক্ত প্রতিযোগিতায় বিবেকানন্দের সমর মুখার্জী ও কানুপুরের সজল দত্ত শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান অর্জন করে।

সি পি এমে ভাঙন

জঙ্গিপুর : জোতকমল কলোনীর সি পি আই (এম) সদস্য মণি রায়, প্রভাতকুমার রায়, ফুলচাঁদ রায়, সুবর্ণকুমার রায় ও আরও কয়েকজন সি পি আই (এম) পার্টির প্রাথমিক সদস্যপদ হ'তে ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, পার্টি এখন দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ ও ব্যাপক দলবাজি চলছে। —সংবাদদাতা

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

আবার নির্বাচন হোক !

সাগরদীঘি : মনিগ্রাম ঈদগাহা হ'তে বালিয়া পর্যন্ত ৪ (চার) কিমি রাস্তা পাকা হচ্ছে দীর্ঘ কয়েক বছর থেকেই। নির্বাচনের আগেই কিছু কাজ হয়। নির্বাচনের পর কাজেরও বিরতি। বর্তমানে মাঝখানে ১ কিমি রাস্তায় কিছু ছাই পড়েছে। রাস্তার দু'ধারে কিছুটা মোরাম মাটিও (অত্যন্ত নিম্ন মানের) রাখা হয়েছে। জনগণের প্রশ্ন আবার কখন নির্বাচন হবে? যদি রাস্তা হয়!

শ্রমিক কর্মচারীদের বিক্ষোভ সমাবেশ

রঘুনাথগঞ্জ, ৮ আগষ্ট—গত ৪ আগষ্ট সারা দেশের সঙ্গে রঘুনাথগঞ্জে শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষকদের যুক্ত সংগঠন ১২ জুলাই কমিটির আহ্বানে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত শ্রম-সম্পর্কিত বিল-এর বিরুদ্ধে দুই শতাধিক শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষকদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় সরাইখানা মাঠে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক হরিলাল দাস। ন্যাশনাল ক্যাম্পেন কমিটির প্রস্তাবিত আন্দোলনে আরো ব্যাপক অংশ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন কর্মচারী নেতা বলরাম দাস। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ এর পক্ষে মৃগাংক ভট্টাচার্য্য।

সি পি আই (এম) সদস্যের দলত্যাগ

আমি শ্রীমণি রায়, প্রভাতকুমার রায়, ফুলচাঁদ রায় ও সুবর্ণকুমার রায় (জোতকমল) সি পি আই (এম) সদস্য ও রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া নিবাসী গোলাম মহম্মদ ও সাইফল আবেদিন অদ্য ১৯-৮-৮৩ হইতে সি পি আই (এম)র সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিলাম।

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।